**অব্যক্ত কষ্টের যাতনা সহ্য করা বড়ই কষ্টকর!
.......ড.আখতারুজ্জামান।**

দুঃখ বেদনা হতাশা নিরাশার শেষ পরিণতিই হলো কষ্ট! কষ্ট দ্বিবিধ: শারীরিক কষ্ট এবং মানসিক কষ্ট।
মানব জীবনে এমন এমন কিছু কথা, ব্যাথা বা কষ্ট আছে যা আমৃত্যু নিজের মধ্যে লালন করতে হয়, কারুর কাছে প্রকাশ করা যায় না। আবার কিছু কষ্ট আছে সেগুলো যারা কষ্ট দিচ্ছে তাদের সামনে প্রকাশ করা যায়না। বস্তুতঃ এ সবই অব্যক্ত কষ্ট!
কষ্ট ব্যক্তিকে কতটা ভোগান্তি দেবে সেটা নির্ভর করে কষ্টের তীব্রতা কতটা তার উপরে। শারীরিক কষ্টের প্রভাব সবার কাছেই কমবেশী সমান কিন্তু মানসিক কষ্টের আপেক্ষিকতা রয়েছে। কাউকে অল্পতে বেশি কষ্ট পেতে দেখা যায়, কেউ আবার অনেক কঠিন অবস্থার মধ্যে থেকেও মানসিকভাবে ভাল থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে থাকেন। কষ্ট বিলাসী কেউ ঠুনকো কারণে কষ্টকে আমন্ত্রণ জানাতে পছন্দ করেন! কেউবা অতীব সেন্টিমেন্টাল ; কথায় কথায় এদের মেজাজের পারদ শীর্ষে উঠে যায়। আবার মাঝে মাঝে কিছু প্রায় অনুভূতি শূণ্য মানুষেরও সন্ধান পাওয়া যায়, যারা সব সময় কষ্টকে পাশ কাটিয়ে তাদের মত করে স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করে। মানবের কষ্টকর অনুভূতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর অনেকখানি তার বংশগতির ধারা বহনকারী জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি সব সময় আমার নিজেকে জানার ও বোঝার মাঝ দিয়ে যতটা সম্ভব সকল অবস্থার সাথে সমন্বয় করে আশাবাদী হয়ে থাকতে চেষ্টা করি।

এতকিছুর পরেও কিছু অব্যক্ত কষ্ট বারবার আমাকে এবং আমার মত অনেক আম আদমিকে নিতুই আহত করে চলেছে। জীবনের শেষ লগনে এসে মনে হচ্ছে অব্যক্ত মানসিক কষ্টই সবচে বেশী পীড়াদায়ক! যে কষ্টের কথা বলা যায় না, সওয়া যায়না, লেখা যায় না; কোনভাবেই নির্ভার হওয়া যায় না! এ বড় আজব কষ্ট!! কষ্ট আর কষ্ট!! এ কষ্ট মনের, শরীরের নয়!

ছোটবেলায় পাঠ্য বইয়ে একটা নীতি বাক্য শিখেছিলাম "সদা সত্য কথা বলিবে। মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা বলা মহাপাপ!"
চমৎকার নীতিকথা কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা এখন যে সময়ে, যে পরিবেশ ও প্রতিবেশে বসবাস করছি, তাতে সদা সত্য বলার বিড়ম্বনা পদে পদে। জীবন বাঁচানোর জন্যে নাকি মিথ্যা বলা যায়। আমরা এখন সেই কন্টকাকীর্ন পাথর সময়ের ঘেরাটোপে আটকে গেছি! জীবন বাঁচানোর জন্যে এবং জীবনকে ন্যূনতম সাজানোর জন্যে মিথ্যা বলাটা এখন অনেক ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলে আমি বলছি না যে কেউ অনৈতিক কাজ করে সেই অনৈতিক সত্যটা সবার সামনে প্রকাশ করুক; বরং গোপন বিষয় সংগোপনে রাখাই বাঞ্চনীয়। কিন্তু নিরেট সত্য না বলতে পারার জ্বালা যন্ত্রণা আর কষ্ট ভয়ঙ্কর! আমি বা আমার মত যারা ভাল নেই, কিন্তু দাঁত কেলিয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, বেশ ভাল আছি! সত্য প্রকাশে অলিখিত অবৈধ নিষেধাজ্ঞার বেজায় দাপট! তাই সব সত্য সব সময় বলার মুরোদ সবার থাকে না!

প্রতিনিয়ত আমার মত অসংখ্য মানুষ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে, অবহেলিত বঞ্চিত নিষ্পেষিত এবং ব্যবহৃত হচ্ছে। মুখে কুলুপ এঁটে সব সয়ে যাচ্ছে। মুখ খুলে সত্য বললে মহাবিপদ, সাধের প্রাণটা যেতে পারে নিমিষে, নতুবা গায়ে লাগতে পারে অপরিমেয় অপূরণীয় ক্ষতির তকমা!

প্রকৃত যোগ্যতা দক্ষতা মেধা মননশীলতা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে অযোগ্যতা অদক্ষতার কঠিন যাতাকলে পড়ে, যার প্রভাব পড়ছে ভূক্তভোগী ব্যক্তির মনের গহীনে, রূপায়িত হচ্ছে তীব্রতর কষ্টে!

প্রকৃত যোগ্যতা অপেক্ষা অন্যায়ভাবে অর্জিত বা প্রাপ্ত বিশেষ যোগ্যতার মূল্য এবং সামাজিক সম্মানের উল্লম্ফন দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। অন্যায়ভাবে অর্জিত বা প্রাপ্ত যোগ্যতার ধার ভার অনেক অনেক!!

কাউকে মূল্যায়ন করার ব্যাপারে এ সমাজে পক্ষপাতদুষ্টতাও লক্ষ্যণীয়। গঠনমূলক সমালোচনা কর্পুরের মত উবে গিয়ে সেটা স্থলাভিষিক্ত হয়, একপেশে আর নেতিবাচক সমালোচনায়, ফলে সত্য উবে গিয়ে অসত্য কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে নিরেট ভাল মানুষকে।

বিজ্ঞজনেরা যখন প্রকৃত সত্যটা তলিয়ে না দেখে কান কথার আশ্রয় নিয়ে সুজনকে কূজনে পরিণত করার অপচেষ্টা করে, সেটার খেসারতে কষ্ট পায় আমার মত পাপী তাপী নর বানরেরা!

অন্যায় অবিচার অত্যাচার অনাচার অনাসৃষ্টি অপকর্মের রাহুগ্রাসে আমরা নিরন্তর হাবুডুবু খাচ্ছি। সমাজের স্তরে স্তরে চলছে মিথ্যাচারের মহোৎসব, ফলে অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যাটাই সত্যের কাছে সমর্পিত হয়ে সেটা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে বসেছে!

"লঘু পাপে গুরু দণ্ড" এমন আপ্তবাক্যের প্রচলন দেশে দেশে থাকলেও এখন বহু মানুষকে পাপ ছাড়াই গুরুদণ্ড পেতে দেখা যায়। এ কষ্ট মেনে নেয়া যায়না,তবুও মানতে বাধ্য হচ্ছি!

কাজ করতে হলে কাজের পরিবেশ আপনাকে দিতে হবে, দিতে হবে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট এবং আর্থিক সহায়তা। এসব শর্তাদি পূরণ না করেও যদি কাউকে তার মনিব হাত পা বেঁধে সাঁতরাতে বলে তা ক্যামন কষ্ট লাগবে বলুন তো! এমন কষ্টের উদাহরণ আমাদের চারপাশেই রয়েছে।

কাজের মানুষ কাজ করতে চায় কিন্তু মনিব চাননা সে কাজ করুক! ফলে কর্মঠ চাকর অলস সময় পার করে বড্ড মন:কষ্টে থেকেও কিছু বলতে পারছে না।

কাজে কর্মে হাটে মাঠে ঘাটে আপনাকে বিশেষ সময়ে অবৈধ বখরা দিতে বাধ্য করানো হচ্ছে! সেখানে আপনি আমি অসহায়! হয়তো সাক্ষী গোপাল, নয়তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

আপনি জানেন কী এসব জটিল রসায়নের স্বরূপ কেমন? আর এসব কিসেরই বা অশনি সংকেত!?

আমাদের পবিত্র আমানত সংবিধানের ৩৯(১) ধারা জন মানুষের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে; কিন্তু সেটার সুফল আমরা ভোগ করে করতে পারছি কী? সকল অবস্থায় পুরোপুরি পারছি না! এমন সব কষ্টের নোনাজলে অবগাহিত হয়ে কেউ আত্মহননের মত গর্হিত কাজে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

জনকল্যাণে সরকারি আইন ও বিধি আছে, কিন্তু সর্বত্র সেটার যথার্থতা উপেক্ষিত হওয়ার খবর পায়, কখনো আবার সেটা জন পরিপন্থী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন খবরও চাউর হয়ে যায়। অন্যায়ের প্রতিকার ও প্রতিবিধানে বিচার বিভাগ আছে, কিন্তু অদৃশ্য কালো হাতের ইশারায় বিচার চাওয়ার ক্ষমতা অনেকের নেই! কখনো বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতায় বিচারের বাণীকে নিভৃতে কাঁদতে দেখা যায়। সর্বত্র শুধু কষ্ট আর কষ্ট!!

বেশ কয়েক বছর আগে আন্তর্জাতিক একটা বেসরকারী সংস্থার জরিপে বাংলাদেশ সুখী দেশের শীর্ষত্বে অবস্থান করে নিয়েছিল। চারপাশের কষ্টক্লেশ দেখে সেই জরিপকে এখন বড়ই পানসে লাগে!

অব্যক্ত কষ্টের অবগাহনে নিদ্রাবিহীন আধো রাতে দিগন্ত বিস্তৃত জোৎস্নাত নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে অবচেতনতায় মনে হয়, আমার বাসার বয়োবৃদ্ধা গৃহকর্মীই ভাল আছে। পড়ালেখা বিহীন ঐ গৃহকর্মীর ইহজাগতিক আর পারলৌকিক ভাবনার গতিপথ অন্ধগলিতে আটকে আছে। ঐ গৃহকর্মীর মতই পড়ালেখা না শিখলে, আজ বিবেক জাগ্রত হতো না এবং এমন অব্যক্ত কষ্ট পেতে হতো না!

আমার অনেকগুলো ছেলে ও মেয়ে বন্ধু প্রাচ্য প্রতীচ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তারা বঙ্গ সন্তানদের মত এতটা আরাম আয়েশে অলস সময় কাটাতে পারেনা। ড্রাইভার বিহীন নিজের গাড়ী নিজেকে চালাতে হয়; নিজের রান্নাও নিজেকেই করতে হয়, এমনি আরো অনেক কিছু নিজের হাতে করে! তবুও ওরা ভাল আছে কারণ আমাদের মত ওদের এতটা অব্যক্ত কষ্ট নেই, ; আছে প্রচণ্ড রকমের সামাজিক নিরাপত্তা। সেজন্যেই চাঞ্চ পেলেই বঙ্গদেশের মেধা পাচার হয়ে চলে যায় দুর প্রবাসে।

আমি জানি আমার এ কষ্ট কথা আর ব্যাথার বেদন শুনে আমার কোন পাঠক বন্ধু সাদন্ত বেদনে আমাকে টিপ্পনী দেবে; কেউ বলবে আমি হতাশায় আছি; কেউ বলবে বন্ধু, take it easy.
সত্যিই তো আর কতক্ষণ আশায় বুক বাঁধবো; কারুর করুণা আর দয়ায় নয়, নিজের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবনই তো শেষ হতে চললো, সেখানে আশাবাদের আর অবশেষ থাকে কী? যে মানুষ point of no return আর danger zone এ চলে যায় তাদের জন্যে কোন সান্তনার বাণীই কাজে আসেনা!
আমার মত অনেকের অবস্থা আজ তেমনই হয়েছে।

সেজন্যেই বোধহয় সাম্প্রতিক কালে ঢাকার রাজপথে রহস্যময় দেয়ালচিত্র গ্রাফিতি জানান দিচ্ছে, "সুবোধ তুই পালিয়ে যা, তোর ভাগ্যে কিছু নেই"; "সুবোধ তুই পালিয়ে যা, সময় এখন ভাল না"; "সুবোধ এখন জেলে"!
বেশ বুঝতে পারছি, সুবোধের মত অনেক সুবোধেরই নানান কারণে নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে।

এতসবের পরেও বিবিধ সান্তনা নিয়ে এখনো সুস্থভাবে বেঁচে আছি:
(১) ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হলেও অপ্রত্যাশিত ভাবে অসংখ্য গুণগ্রাহী আর শুভানুধ্যায়ীদের অকুন্ঠ ভালবাসা ও প্রশংসা পেয়েছি এবং পাচ্ছি যার ছিটেফোঁটাও অনেকের কপালে আজীবনেও জোটে না!

(২) নিজের মূল্যায়নে স্বীয় বিবেকের আদালতের বিচারে আমি মানুষ হিসেবে খুব খারাপ না;

(৩) স্ত্রী পুত্র কন্যা সবাই সুস্থ শরীর মন ও অফুরান পারিবারিক সুখানুভূতি নিয়ে বেশ আছি।

(৪) আমার এই বয়সেও আল্লাহপাক যথেষ্ট সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রেখেছেন; সেটাও তো কম প্রাপ্তি নয়! শুকরিয়া।

(৫) ধর্মান্ধ নয়, ধর্মভীরু আমি আমার সব কষ্ট সকল ব্যাথাকে সমর্পণ করেছি সৃষ্টিকর্তার কাছে, বিচারও চেয়েছি, তাঁর কাছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর বিচারের রায় আমার মত মানুষদের পক্ষেই যাবে সেটা হতে পারে ইহলোকে বা পারলোকে।

(৬) দ্রোহের কবি নজরুল বলেছেন, "চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়....." তাই এখনো নিরাশার বালুচরে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখি; কারণ রাত যত গভীর হয় ভোরের সোনালী সূর্য ততই কাছে চলে আসে।

(৭) প্রতারিত হয়েছি, প্রতারণা করিনি। হেরেছি আমি, হারাইনি কাউকে, তাই এ হার আমার গলায় বরমাল্য হয়ে রয়েছে, সেটাই বা কম কী?

নিরন্তর শুভেচ্ছা সকলের জন্যে। বিশ্বের সকল মানুষের বিবেক জাগ্রত হোক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: লেখাটি পুরোটায় রূপকার্থে লেখা হলো, যে যার মত করে ভেবে নিন, বুঝে নিন, মিলিয়ে নিন । লেখার সাহিত্যমান বিবেচনায় কমেন্টস্ করুন, ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবেন না।
আপনার মতামত সহ এই লেখাটি আমার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট [www.drakhtaruzzaman.info](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.drakhtaruzzaman.info%2F&h=ATPv4ZlSE-6Jpsw54hH1D0sa5kauUA28Ffp-XvVFU0WJQq2TvpjB0frJ_ZBzMj6c5MYRWXHRiBH_NTwRvbL_MYSGybtA2TvhGkB7Fhu0HM6F3nnR5FCUskeONTOqeAKO72Z-D3ffQuDYTqwU0ajNBXKaqTwMlzMJZ5Sc9OOSlgd2Ck_ULotVaKQZq_cPY7fOq1MhZGKCgvdvUqhr2RlZm3YgfzEFMArs56B4r9fzjBQSGzH_D6bEs3UbgEjvwSG5Kt2NWD2klbgJ7s0Iyk5LmHjcZrxT4i48WQ-owZ3aXQxYWA) তে প্রকাশ করা হবে। আমার ওয়েবসাইটটি ভিজিট করে আমাকে সুপরামর্শ প্রদান করার বিনম্র অনুরোধ।
--------------------------
লেখক: কৃষিবিদ ড. আখতারুজ্জামান
(বিসিএস কৃষি, ৮ম ব্যাচ)
জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার
মেহেরপুর

[**DrMd Akhtaruzzaman**](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7?hc_ref=ARRl2kc1t8IuciXFBpLVgtdRhFa1b5aCu8iA2Zswwhi4gOCt9y2r0Z_wAcdQZbGZB9g) **is feeling disappointed with** [**Dilruba Shewly**](https://www.facebook.com/dilruba.shewly?hc_ref=ARRl2kc1t8IuciXFBpLVgtdRhFa1b5aCu8iA2Zswwhi4gOCt9y2r0Z_wAcdQZbGZB9g) **and** [**5 others**](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1691561410862148) **in** [**Jessore, Khulna, Bangladesh**](https://www.facebook.com/pages/Jessore-Khulna-Bangladesh/114032958610653?hc_ref=ARRl2kc1t8IuciXFBpLVgtdRhFa1b5aCu8iA2Zswwhi4gOCt9y2r0Z_wAcdQZbGZB9g)**.**

[November 4 at 2:50pm](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1691561410862148) ·